

অ্যাকাউন্ট বিধি (সাধারণ)

কর্পোরেট ব্যাংকিং গ্রাহকদের জন্য

১. হিসাব খোলার জন্য

এইচএসবিসি বাংলাদেশ (ব্যাংক) সম্পূর্ণ নিজের তত্ত্বাবধানে ব্যাংক এর প্রদত্ত ফরম-এ নিয়মাবলী অনুযায়ী প্রোপ্রাইটারশিপ, পার্টনারশিপ, প্রাইভেট বা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, সোসাইটি, আনকর্পোরেটেড অ্যাসোসিয়েশন বা অন্য এন্টারপ্রাইজ এর আবেদনের সাপেক্ষে ব্যাংক প্রদত্ত একটি হিসাব নাম্বারের প্রেক্ষিতে, বিভিন্ন মুদ্রায় কোন হিসাব খুলতে বা কোন সেবা প্রদান করতে এবং সেই সেবা নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে পারবে।

২. মনোনয়ন

একমালিকানার গ্রাহকরা অবশ্যই এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনীত করবে যেনো স্বত্বাধিকারীর মৃত্যুতে হিসাবের অর্থ তাকে/তাদেরকে প্রদান করা যায়। একটি ফরমে, তার বিষয়বস্তু এবং বিধি ও শর্তাবলী উল্লেখ থাকবে। যা সময় সময় ব্যাংকের প্রয়োজনীয় এবং/অথবা গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। কোন বিষয়ে বিতর্কের উদ্বেগ হলে, যেমন মনোনীত ব্যক্তিকে পাওয়া না গেলে বা মনোনয়নের সাথে সম্পর্কিত অথবা কোন হিসাব গ্রাহকের মৃত্যুর কারণে; অর্থ প্রদান সংক্রান্ত কোন সমস্যায় ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত যথাযথ বিচার বিভাগীয় আদেশ অথবা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরাধিকার সনদপত্র এবং অন্যান্য শর্তাবলী ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং/অথবা প্রয়োজনীয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

৩. প্রতিনিধি

ব্যাংক গ্রাহককে কার্যক্রম পরিচালনা, কোনো নির্দেশনা বা অন্যথা চুক্তি বা লেনদেনের ক্ষেত্রে কোন হিসাব রক্ষণাবেক্ষণে ব্যাংক অথবা ব্যাংক প্রদত্ত পরিষেবার ব্যবস্থা করে থাকে। গ্রাহকের পক্ষে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি প্রদানের মাধ্যমে, কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিত্ব অথবা অন্যান্য দলিলাদির বিষয়বস্তু এবং বিধি ও শর্তাবলী একটি ফরমে উল্লেখ থাকবে, যা সময় সময় ব্যাংকের প্রয়োজনীয় এবং/অথবা গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। ব্যাংকের অনুমোদনে যদি নির্দেশনায় স্বাক্ষরকারী উপকৃত হন সেক্ষেত্রেও ব্যাংক গ্রাহককে সংশ্লিষ্ট স্বাক্ষরকারী কর্তৃপক্ষের যেকোনো নির্দেশনার উপর আস্থা রাখতে বলে। কোনো প্রকার পরিবর্তন অধিকন্তু তা বাতিল বা গ্রাহকের মৃত্যু, অব্যাহতি, দেউলিয়া, অযোগ্যতা, দেনা বা অবলুপ্তির সময় এই স্বাক্ষরকারী কর্তৃপক্ষ বহাল থাকবে না। স্বাক্ষরকারী কর্তৃপক্ষ উত্তরাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার পরিবর্তন করতে পারবে না অধিকন্তু, উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা হিসাবের অর্থ করার লাভের অধিকারীও হবে না।

৪. হিসাব স্থগিতাদেশ/বন্ধকরণ

ব্যাংক যেকোনো সময়ে নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে অথবা কোন প্রজ্ঞাপন জারি না করেই, যেকোনো গ্রাহকের সাথে তাৎক্ষণিক সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে; গ্রাহকের শুধুমাত্র হিসাব স্থগিতই নয়, স্থগিত/বিচ্ছিন্ন হতে পারে সব ধরনের ব্যাংকিং এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাসমূহ। ব্যাংকের যেকোনো হিসাবের উপর (নিয়ন্ত্রণযোগ্য ডেবিট এবং/অথবা ক্রেডিট লেনদেনের) যদি আইনানুগ প্রয়োজন হয়, প্রবিধানমালা বা সংবিধিবদ্ধ আদেশ, অথবা যেকোনো নিয়ন্ত্রণকারী বা বিধিসম্মত কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনে সব ধরনের কর্তৃত্ব করার অধিকার রয়েছে। ব্যাংকের নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে যেকোনো হিসাবের (নিয়ন্ত্রণযোগ্য ডেবিট এবং/অথবা ক্রেডিট লেনদেনের) গ্রাহককে নোটিশ প্রদান বা প্রদান ব্যতিরেকে, পরিষেবা বিধানসমূহ বা অভ্যন্তরীণ নীতিসমূহ মেনে চলার স্বার্থে কর্তৃত্ব করার সম্পূর্ণ অধিকার ব্যাংকের রয়েছে। একজন গ্রাহক যেকোনো সময় একতরফাভাবে লিখিত নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংক হিসাব বন্ধ এবং অন্যান্য সকল সেবা বা সুবিধাসমূহের অবসান ঘটাতে পারে। অবসান বা অস্থায়ীভাবে বন্ধের পর, ব্যাংক অতঃপর যেকোনো প্রকারের দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি পাবে। পরবর্তীতে গ্রাহকের প্রদর্শিত যেকোনো চেক প্রত্যাখ্যান করার সম্পূর্ণ অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে। হিসাবের অবসান হতে উদ্ভূত কোন কারণে গ্রাহক ক্ষতিপূরণের জন্য ব্যাংককে দায়ী করতে পারবে। গ্রাহক, ব্যাংককে তার ঋণ/অর্থ হতে উদ্ভূত পূর্ণ পরিমাণ বকেয়া অর্থই শুধুমাত্র নয়, এছাড়াও; ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত সুবিধাসমূহ থেকে আসা জমাতিরিক্ত বকেয়া পরিমাণ, অর্জিত সুদ, ওভারডিউ পরিশোধ, পেনাল চার্জ, প্রযোজ্য ফিস এবং ব্যাংকের চার্জ ইত্যাদি পরিশোধ করবে (বিশিষ্ট দায়)। এতদসত্ত্বেও এজাতীয় সমাধিকরণ বা অবসানে (প্রকৃতভাবে বা সাপেক্ষে) প্রযোজ্য সকল ধরনের সুবিধাসমূহ হতে আসা চার্জের সাথে আসা তদধীন দায়ের জন্য গ্রাহক সমস্ত রকমের পাওনার জন্য দায়ী থাকবে। একটি হিসাববন্ধ করার পর, গ্রাহক অনতিবিলম্বে সমস্ত জমা পরামর্শ, অব্যবহৃত চেক, এবং অন্যান্য সকল ধরনের বিষয় অথবা দলিলাদি যা ব্যাংক গ্রাহককে তার হিসাবের স্বার্থে অথবা অন্যান্য সকল সুবিধা বা সার্ভিসসমূহ উপভোগের জন্য প্রদান করেছিলো তা বাতিল বা ধ্বংসের জন্য আসবেন। যদি গ্রাহক আদালতের বিচারপূর্বক দেউলিয়া ঘোষিত হয় অথবা তার ব্যবসা যদি আদালত/অবসায়ক অথবা প্রাপক এবং অথবা যেকোনো যথাযথ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গোটানোর নির্দেশ দেয়া হয় তবে ব্যাংক তার গ্রাহকের হিসাব বন্ধ করে দেবে এবং কোন চেক, বিল অথবা অন্য আর্থিক পণ্যের জন্য অর্থ প্রদান করবে না। যেকোনো উকিল, প্রাপক, অবসায়ক অথবা আদালতের নির্দেশে ব্যাংক ক্রেডিট ব্যালেন্স স্থানান্তর করে (যেমন প্রযোজ্য হবে) থাকে।

৫. চেক বই

ক) সঞ্চয়ী/চলতি/সঞ্চয়ী জমা অথবা যেকোনো হিসাবের জন্য চেক বইয়ের আবেদন করলে তাতে অবশ্যই ব্যাংকের রিকুইজিশন স্লিপে, গ্রাহকের (গুলোর) অথবা অনুমোদিত স্বাক্ষরকারীর যথাযথ স্বাক্ষর থাকতে হবে।

খ) ব্যাংক নিজস্ব সঞ্চয়ের চেক বই ইস্যুর ক্ষেত্রে, যেসব হিসাব সন্তোষজনকভাবে বজায় রাখা হয়নি এবং পূর্বের চেক বইয়ের অসংখ্য চেক অব্যবহৃত রয়েছে তা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

গ) ব্যাংক কর্তৃক প্রদানকৃত চেক বইয়ে উল্লেখিত শর্তাবলীর বিষয়ে গ্রাহকের বিশেষ মনোযোগ থাকতে হবে।

ঘ) চেকের ক্রমিক নাম্বার, হিসাবনাম্বার এবং হিসাব গ্রাহকের নাম যা ভেতরে মুদ্রিত আছে এবং চেকের পাতার সংখ্যা ব্যবহারের আগে যাচাই করতে হবে। চেক বই অবশ্যই নিরাপদ স্থানে তালাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয় এবং যদি কোন স্বাক্ষরিত/ব্যাংক চেক হারিয়ে যায় তবে গ্রাহককে অবশ্যই তাৎক্ষণিক ব্যাংককে লেনদেন বন্ধ রাখার বিষয়ে অবহিত করতে হবে। লেনদেন বন্ধ নথিবদ্ধ রাখার জন্য ব্যাংক, টারিফ মতো একটি চার্জ আদায় করবে।

ঙ) চেকের উপর সকল পরিবর্তন ড্রয়ারের পূর্ণ স্বাক্ষরকৃত অনুমোদন সাপেক্ষে হওয়া উচিত; অন্যথায় চেকে লেনদেন অস্বীকার করা হতে পারে। ড্রয়ারের স্বাক্ষর ব্যাংককে রেকর্ডকৃত স্বাক্ষরের সাথে যদি না মিলে তবে চেক অপরিশোধিত অবস্থায় ফেরত দেয়া হতে পারে। ছিঁড়ি গ্রাহক ব্যাংক এবং নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট আইন, ১৮৮১ এর সংশ্লিষ্ট বিধান মেনে এবং/অথবা অন্য আরো নিয়মাবলী, নির্দেশনা এবং আইন যা ক্ষেত্র বিশেষে উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণকারীরা চেক পরিশোধের ক্ষেত্রে মানতে বাধ্য থাকেন তা অনুসারে যেকোনো চেক যুক্তিসঙ্গত সময়ের ভেতর প্রদর্শিত হতে হবে।

চ) চেকসমূহ অবশ্যই পরিষ্কার ভাবে লেখা হতে হবে এবং হিসাবের গ্রাহকদের যত্নের সাথে চেক প্রদান করা উচিত এবং চেক সহজে পড়া যায় না এমন কোন উপায়ে চেক লেখা উচিত নয়।

ছ) যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্যাংকের সাথে আলাদা ‘পোস্ট ডেটেড’ চেক জমাদান বিষয়ে কোন চুক্তি না হচ্ছে, ততদিন ‘বাসি’ চেক যেমন- উল্লেখিত তারিখের ছয় মাস পূর্বের তারিখ প্রদর্শন করছে এমন চেক বা ‘পোস্ট ডেটেড’ চেক, গ্রাহক বা বাহক/প্রাপক প্রদর্শন যে ই প্রদর্শন করণ না কেন, চুক্তির নিয়মাবলী অনুসারে ব্যাংক গ্রহণ করবে না।

জ) যখন নতুন চেক বই ডাকযোগে গ্রাহকদের কাছে প্রেরণ করা হবে তখন তা ব্যাংকের নিকট সংরক্ষিত ঠিকানা অনুসারে পাঠানো হবে। ব্যাংক, প্রেরণ সংক্রান্ত বিলম্ব বা হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ে কোন দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করবে না।

৬. এইচএসবিসি নেট এবং অন্যান্য বিকল্প চ্যানেল

উপযুক্ত গ্রাহকগণ ব্যাংকের নির্দেশিত কার্যবিধি অনুসারে এইচএসবিসি নেট এবং/অথবা অন্য কোন বিকল্প চ্যানেল ইত্যাদির জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। তারা তাদের শাখা থেকে নিজ নিজ ‘ইউজার ম্যানুয়াল/নিয়মাবলী’ এর একটি কপি সংগ্রহ করবে। এইসব সংশ্লিষ্ট চ্যানেল, চুক্তি ও শর্তাবলী দ্বারা নির্দেশিত হবে। ব্যাংক, এইচএসবিসি নেট এবং/অথবা কোন বিকল্প চ্যানেল ইত্যাদি অন্যায়রূপে ব্যবহারের জন্য কোন দায়িত্ব গ্রহণ করবে না।

৭. জমা

ক) গ্রাহক স্বীকার করে যে, সকল নগদ আমানত ব্যাংকের টেলার থেকে অবশ্যই সরাসরি হস্তান্তর করা হবে। গ্রাহক মেনে নেন যে, যতক্ষণ না ব্যাংক টেলার সশরীরে তা গ্রহণ না করে ততক্ষণ নগদ টাকা হস্তান্তর হবে না। গ্রাহক যদি এই ধারার নিয়মাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ হয় তবে গ্রাহকের কোন প্রকার ক্ষতির জন্য ব্যাংক দায়বদ্ধ থাকবে না। গ্রাহক যদি নিরাপদ নগদ ক্যারিং সার্ভিসের জন্য এইচএসবিসি মনোনীত ভেতর দ্বারা নগদ জমা এবং দলিলাদি জমার জন্য কুরিয়ার সার্ভিস এবং/অথবা এইচএসবিসি-এর জেট ব্যাংকের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে তবে, নগদ এবং চেক জমার ক্ষেত্রে অবশ্যই পূর্ব-সম্মত চুক্তি এবং মনোনীত সেট আউট দ্বারা এই ধরনের লেনদেন পরিচালিত হবে।

খ) গ্রাহক সম্মতি প্রদান করে যে, যেকোনো প্রকার অ্যাকাউন্ট পে-চেকের জমাদানের ক্ষেত্রে গ্রাহক চেকের উপরে বাঁপাশের কোণায় ২টি (দুই) সমান্তরাল তির্যক রেখা/দাগ টানবে। যার অন্যথা হলে ব্যাংক গ্রাহকের কোন প্রকার ক্ষতির দায়ভার বহন করবে না।

গ) প্রতিটি ডিপোজিট যেকোনো প্রকারেরই হোক না কেন, তা অবশ্যই ব্যাংকের ২ (দুই) জন সদস্য কর্তৃক প্রত্যায়িত, যথাযথভাবে কাটানো এবং ব্যাংক রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

৮. উত্তোলন

গ্রাহককে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, তার হিসাবে পর্যাপ্ত তহবিল (বা আগের থেকে ব্যবস্থা করা ক্রেডিট সুবিধা) রয়েছে, যাতে চেক প্রদর্শনের করলে অর্থ প্রদানে কোন ঝামেলা না হয় অথবা হিসাবে ডেবিট করা হলে এবং হিসাবের সাথে জড়িত নির্দেশনাবলী মেনে চলতে গিয়ে কোন জটিলতার সম্মুখীন হলে ব্যাংক তার জন্য দায়বদ্ধ হবে না। নগদ উত্তোলন অবশ্যই মুদ্রিত চেকে হতে হবে। যতোকক্ষণ পর্যন্ত না ব্যাংক দ্বারা কোন বিশেষ ব্যবস্থার গৃহীত না হচ্ছে ততক্ষণ হিসাব থেকে জমাতিরিক্ত উত্তোলন বা চেকে অর্থ উত্তোলন করা যাবে না। ব্যাংক, হিসাব গ্রাহকের কোন চেক গ্রহণ করবে না যদি এক্ষেত্রে হিসাব থেকে জমাতিরিক্ত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংককে বিদ্যমান টারিফের মতো চার্জ গ্রহণ করার মাধ্যমে ব্যাংক, হিসাব ডেবিট

করার সব ধরনের অধিকার রাখে। এছাড়াও, ট্যারিফের মতো কিছু সীমাবদ্ধতা এবং মাত্রাতিরিক্ত নগদ উত্তোলনের জন্য এবং আন্তঃ-শাখা লেনদেনের ক্ষেত্রে পাল্টা কিছু চার্জ গ্রহণ করা হবে।

চেকের মাধ্যমে হওয়া গ্রাহকের হিসাবের সকল ধরনের জমা অথবা স্থানান্তর অথবা অন্যান্য দলিলাদি অথবা ছাড়পত্র প্রদানে কার্যকর বা নিশ্চিতকরণ, চূড়ান্ত পরিশোধের উপর নির্ভরশীল। যা পরিশোধ করা হয় ব্যাংক তহবিল থেকে এবং চূড়ান্ত পরিমাণ পরিশোধ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত গ্রাহক তা প্রত্যাহার করতে পারবে না। যদি এইরকম চূড়ান্ত পরিশোধ ব্যাংক কর্তৃক গ্রহণ করা না হয় তবে, যাইহোক; যেকোনো চূড়ান্ত পেমেন্টের মূলত্ববি গ্রাহকের হিসাবে প্রণীত শর্তাধীন ক্রেডিটের বিপরীতে করা হবে। যা গ্রাহক অবশ্যই ব্যাংককে তাৎক্ষণিক পরিশোধ করবে অথবা আঁকা কোনো শর্ত ক্রেডিটের বিরুদ্ধে প্রণীত হলে এবং তার ফলে ব্যাংক যথাযোগ্য খরচ, ক্ষতি এবং দায়বদ্ধতার প্রয়োজনে ভবিষ্যতে ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের নিশ্চয়তা প্রদান করবে। যদি কোন দেরি বা খরচ হয়, যেকোনো পূর্বাদেশ প্রত্যাহার করার ফলে ক্ষতি, অসঙ্গতি বা দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হয় অথবা যেকোনো দলিলাদির ক্ষেত্রে ব্যাংকের সম্মানে, বিবৃতি, প্রতিবাদ বা আদায়ে কোন অনিয়ম হলে ব্যাংক দায়বদ্ধ থাকবে না এবং গ্রাহক ব্যাংককে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

নগদ উত্তোলনের ক্ষেত্রে গ্রাহক সম্মতি দেন যে, টেলার থেকে তুলে নিজ হাতে টাকা তুলে নেয়ার সময় গৃহীত সমুদয় অর্থ তিনি গণনা করে নিবেন এবং গ্রাহক ক্যাশ কাউন্টার থেকে যাওয়ার পর এই ক্ষেত্রে কোন অসঙ্গতি ধরা পড়লে তার কোন দায়-দায়িত্ব ব্যাংক বহন করবে না;

যখন একটি চেকের নিকশের ক্ষেত্রে মূল্যমান নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি (নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত হিসাবে) হবে, ব্যাংক অতঃপর নিজ দায়িত্বে টেলিফোনের মাধ্যমে প্রদানকারী গ্রাহককে সাথে যোগাযোগের করবে। চেক প্রদানের উপর লিখিত এবং/অথবা মৌখিক নিশ্চয়তা পাওয়ার পরই ব্যাংক লেনদেন সম্পাদন করবে। এই ধরনের উচ্চমূল্যের অর্থ প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হলে, ব্যাংকের দেয়া টেলিফোন নাম্বারে যোগাযোগের মাধ্যমে গ্রাহক ব্যাংককে লিখিতভাবে অবহিত করবে। যাই হোক, ব্যাংক প্রদত্ত টেলিফোন নাম্বারে (সমূহ) গ্রাহক যদি যোগাযোগ না করেন তবে চেকের মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যাংক অপারগতা প্রকাশ করতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে, গ্রাহক নিজ দায়িত্বে তার যোগাযোগের তথ্য হালনাগাদ করবেন।

‘স্বল্প নোটিশ জমা’ থেকে নগদ উত্তোলন করতে ৭ (সাত) দিনের একটি অগ্রিম নোটিশ দিতে হবে। মেয়াদী জমা অপরিশুদ্ধ উত্তোলনের জন্য জমা সঞ্চয়ী স্কিম অথবা যেকোনো বন্ড ব্যাংক এবং সরকারের নিজ নিজ প্রবিধান সাপেক্ষে হতে হবে। গ্রাহকদের ব্যাংক থেকে এই ধরনের কোন পণ্য বা পরিষেবা নেয়ার সময় এই প্রবিধান সমূহের সাথে পরিচিত হতে হবে। এই ধরনের অপরিশুদ্ধ উত্তোলনের সাথে জড়িত ক্ষতির দায়ভার ব্যাংক বহন করবে না।

৯. রেমিটেন্স

এইচএসবিসি বাংলাদেশের মাধ্যমে গ্রাহক, যেসব রেমিটেন্স গ্রহণ করে (আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক) তা বৈদেশিক মুদ্রা বিধিমালা সাপেক্ষে সময়ে সময়ে সংশোধিত হবে।

৯.১ আভ্যন্তরীণ রেমিটেন্স

ব্যাংক যেসব অধিকার সংরক্ষণ করে:

ক) উদ্যোক্তার তথ্য অসম্পূর্ণ থাকলে ব্যাংক গ্রাহকের আনুকূল্যে, যেকোনো প্রকার আভ্যন্তরীণ রেমিটেন্স বন্ধ করে দিতে পারে এবং গ্রাহকের উদ্ধৃত কোনো পরিণামের জন্য ব্যাংক দায়বদ্ধ থাকে না অথবা বিলম্ব বা আভ্যন্তরীণ রেমিটেন্স প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে; এবং

খ) গ্রাহকের হিসাবে ঋণের জন্য আভ্যন্তরীণ বা বিদেশি হিসাব হতে গৃহীত যেকোনো অর্থ বৈদেশিক মুদ্রা বিধিমালা অনুযায়ী, যদি অনুমতিহীন রেমিটেন্স উৎস থেকে আসে তবে ব্যাংক তা ফেরত পাঠাতে পারে।

গ) নিয়ন্ত্রক সংস্থা বা ব্যাংকের জন্য আবশ্যিক এমন প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের জন্য ব্যাংক অনুরোধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। কেননা এটা ছাড়া রেমিটেন্স প্রক্রিয়া করা সম্ভবপর নয়।

৯.২ বাহ্যিক রেমিটেন্স

গ্রাহক মেনে নেয় যে ব্যাংক গ্রাহকের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে না:

ক) স্থানান্তর, সঞ্চালন এবং/অথবা তহবিলের আবেদনে কোন ক্ষতি বা বিলম্বের জন্য প্রভাব পড়লে; বা

খ) টেলিগ্রাফিক স্থানান্তরের ক্ষেত্রে (গ্রাহকের নির্দেশ অথবা ব্যাংকের প্রয়োজন হিসেবে গণ্য হলে), কোন ক্রটি, ভ্রান্তি বা অঙ্গহানি যা সঞ্চালন বাতায় (আফ্রিক বা সাইফার/সংকেতে লেখা) স্থান করে নেয় অথবা গৃহীত পার্টির অপব্যাখ্যা যখন গৃহীত হয়; এবং গ্রাহকের যেকোনো ক্রিয়াকলাপ, আইনি প্রক্রিয়া, দাবি এবং/ অথবা দাবি উঠতে পারে এজাতীয় ক্ষতি, বিলম্ব, ভ্রান্তি, অঙ্গহানি, এবং/ অথবা অপব্যাখ্যার জন্য গ্রাহক ব্যাংককে ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত থাকে।

১০. সুদ

চলতি হিসাবে থাকা জমায় কোন সুদ দেয়া হয় না। জমাতিরিক্ত হিসাবের ক্ষেত্রে, সুদ চার্জ করা হয় বিদ্যমান সুদের হারের দৈনিক বকেয়া সুদের উপর। সঞ্চয়ী হিসাব, মেয়াদী জমা এবং স্বল্প নোটিশ জমা হিসাবের উপর ধার্য সুদের হার ব্যাংক কাউন্টারে প্রদর্শিত আছে। প্রাসঙ্গিক হিসাবের ব্যালেন্সের উপর ভিত্তি করে দৈনিক হিসাবে সুদ গণনা করা হয়, যা কিনা বর্তমান শুদ্ধ ও সুদের হার শীটে উল্লেখ আছে। যদি ব্যাংক আমানতকারীর কাছ থেকে বিপরীতধর্মী কোন

লিখিত নির্দেশনা না পায় তবে সুদের হার ম্যাচিউরের তারিখে, মেয়াদী জমা স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি অভিন্ন সময়ের জন্য নির্দিষ্ট তারিখে হালনাগাদ করা হবে। প্রদেয় সুদের হার সময়ে সময়ে এবং বিদ্যমান কর আইন বা আদালতের যেকোনো নির্দেশনা এবং/অথবা উপযুক্ত নিয়ন্ত্রক সংস্থার দ্বারা জারি হতে পারে।

১১. ফি ও চার্জ

সকল প্রশাসন, পরিচালনা, পরিষেবা, অর্থ বা অন্যান্য চার্জ ব্যাংকের হিসাব গ্রাহক দ্বারা পরিশোধিত হবে। যেকোনো পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অথবা গ্রাহকের হিসাবের (গুলোর) ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে যে হার ধার্য করা হবে, ব্যাংক তা গ্রাহকের সম্মতিতে তার সব/যেকোনো হিসাব থেকে পূর্ব কোন নোটিশ ছাড়াই কেটে নিতে পারবে এবং ব্যাংক সময়ে সময়ে তার উদ্দেশ্য বিহিত করবে। গ্রাহক তার হিসাবের (গুলোতে) পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যালেন্স রাখতে বাধ্য থাকবে, যেন ব্যাংক হিসাবের ফি অথবা চার্জ কেটে নিতে পারে। হিসাবে অপর্যাপ্ত ক্রেডিট থাকলে ব্যাংক প্রাসঙ্গিক পরিষেবা বাতিলের অধিকার সংরক্ষণ করে। যেকোনো অংকের মুদ্রা, বৈদেশিক মুদ্রায় রূপান্তরের প্রয়োজন হলে তা প্রথমে ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হারে হবে তারপর ঐ বৈদেশিক মুদ্রার হারে হবে।

ব্যাংক গ্রাহকদেরকে পূর্ব নোটিশ প্রদান করা ছাড়াই যেকোনো সময়ে ফি, চার্জ ও শুদ্ধ পরিবর্তন বা সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সংশোধিত ফি, চার্জ ও শুদ্ধ সম্পর্কে জানা যাবে বাংলাদেশের সকল এইচএসবিসি-এর শাখায়, যা হালনাগাদ করা আছে ব্যাংকের পাবলিক ওয়েবসাইটে। সংশোধিত সকল ফি ও চার্জ সম্পর্কে অবগত থাকা একজন গ্রাহকের নিজ দায়িত্বেই অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশে ব্যাংকের যেকোনো শাখা থেকে হিসাব গ্রাহক, ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী সকল ধরনের চার্জ, ফি ও শুদ্ধ সম্পর্কে অবগত হতে পারে যা সময়ে সময়ে হালনাগাদ হয়।

১২. গ্রাহকের তথ্য

ক) গ্রাহকের উচিত তাদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি গোপন রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিরাপদে নষ্ট করে ফেলা। চেকবই, পিন/পাসওয়ার্ড, ব্যাংকিং সিকিউরিটি ডিভাইস, হিসাব স্টেটমেন্ট ইত্যাদি অন্য কাউকে না দিয়ে বরং নিরাপদে রাখা বা প্রয়োজনে তালাবদ্ধ করে রাখা।

খ) ব্যাংক কখনও গ্রাহকের পিন/পাসওয়ার্ড চাইবে না। যদি ব্যাংকের নাম বলে কেউ এগুলো চায়, তাহলে পিন/পাসওয়ার্ড তাকে না বলে তৎক্ষণাত ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

গ) এইচএসবিসি গ্রুপের সদস্য হিসেবে ব্যাংককে রাষ্ট্রের আইন কানুন এবং বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ (যারা মানি লন্ডারিং, জঙ্গি অর্থায়ন বা অন্য বেআইনি অর্থ বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে) এর অনুরোধ মেনে চলতে হয়। তাই ব্যাংককে বা এইচএসবিসি গ্রুপের অন্য কোন অঙ্গ সংস্থাকে এসব আইন-কানুন মাথায় রেখে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হতে পারে।

এইসব পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে-

- গ্রাহক বা গ্রাহকের পক্ষে ব্যাংকিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করা যেকোনো আদান-প্রদানসংক্রান্ত তথ্য বা যেকোনো যোগাযোগ এর তথ্য সংগ্রহ বা তদন্ত করা।

- লেনদেনের প্রাপক যে কেউ, যেমন- কোনো স্যাংশনড ব্যক্তি বা সংস্থার নামে পরবর্তীতে আরও তদন্ত করা। ব্যাংক বা এইচএসবিসি গ্রুপের অন্য কোন সংস্থা এতদ্বারা সংঘটিত কোন ক্ষয়ক্ষতির (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেকোনো ক্ষতি, যেমন- বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি, তথ্য হারানো বা ফাঁস) জন্য দায়ী থাকবে না:

- ক্ষতির কারণ আইনশৃঙ্খলার স্বার্থে বা আইন প্রণয়ন বা প্রয়োগকারী সংস্থার অনুরোধে ব্যাংক বা গ্রুপের কোন সদস্য সংস্থা দ্বারা সর্বকর্তার সাথে সংঘটিত কোন পদক্ষেপের কারণে লেনদেন বা অন্য যেকোনো ব্যাংকিং সেবা সংক্রান্ত কর্মকান্ড দেরি বা বন্ধ হয়ে গেলে।

- এই ধারাটির অন্তর্গত কোন ধরনের পদক্ষেপের কারণে। এই ধরনের ঘটনার ফলে ব্যাংক বা গ্রুপের কোনো সদস্য দ্বারা গৃহীত কোন পদক্ষেপের কারণে কোন তথ্য আদান-প্রদান দেরি বা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। যদিও ব্যাংক বা এইচএসবিসি গ্রুপের কোন সদস্য এই মর্মে প্রত্যয়ন করে না যে, এই ধারার অন্তর্গত কোন কারণে সংগৃহীত লেনদেন বা এতদসংক্রান্ত কোন তথ্যাবলি নির্ভুল বা হালনাগাদ ছিলো। আর আইন আরোপের ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক কোন অবস্থা তৈরী হলে ব্যাংক সম্ভবপর সময়ে গ্রাহকের ঘটনাটি সম্পর্কে অবহিত করতে চেষ্টা করবে।

ঘ) ব্যাংকিং, প্রশাসনিক বা ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত লেনদেনের তথ্যাবলি বা দলিলাদি সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাত, সংরক্ষণ করা সংক্রান্ত তথ্য, দেশের বাইরে বা ভিতরে, জালিয়াতি চিহ্নিতকরণ বা ঠেকানো, সন্দেহজনক কর্মকাণ্ড, অডিট, তদন্ত বা তৃতীয় কোন ব্যক্তি বা সংস্থা দ্বারা প্রাপ্ত ব্যাংকিং সেবা, ডেবট সংগ্রহ অথবা বিচারবিভাগীয়, সংবিধিবদ্ধ নিয়মকানুন, সরকারি বা অন্য যেকোনো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার (ব্যাংক বা এইচএসবিসি এর সদস্য সংস্থার উপর যাদের আইনত এখতিয়ার আছে) প্রয়োজনীয়তা অনুসারে গ্রাহকের লেনদেন বা হিসাব সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য, উপাত্ত, দলিলাদি প্রদান করতে পারবে- এই মর্মে গ্রাহকের পরিষ্কার সম্মতি থাকবে।

ঙ) এই মর্মে গ্রাহকের পরিষ্কার সম্মতি থাকবে যে, গ্রাহকের সাথে চুক্তিকৃত যেকোনো লেনদেন বা সেবা, ব্যাংক চাইলে এইচএসবিসি সদস্য সংস্থা বা অন্য তৃতীয় কোন সংস্থার কাছে হস্তান্তর

বা একসাথে করতে পারবে, এমন কি সেই সংস্থা অন্য কোন দেশ বা আইনের অন্তর্গত হলেও। কিন্তু তৃতীয় সেই সংস্থার অবহেলা, অদক্ষতা বা এই ধরনের কোন কারণে যদি গ্রাহকের কোন পূরনীয় ক্ষতি হয়, তাহলে ব্যাংক সেই ক্ষয়ক্ষতির জন্য দায়ী থাকবে এবং খেলাল রাখবে যে সেই সংস্থাও ব্যাংকের মতোই আইনের ভেতর থেকে গ্রাহকের তথ্য সংক্রান্ত গোপনীয়তা রক্ষা করবে।

চ) ব্যাংক এবং অনুমতি প্রাপ্ত তৃতীয়পক্ষ গ্রাহকের ব্যাংকিং এবং গোপনীয়তা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখবে। কিন্তু ব্যাংক বা এইচএসবিসি গ্রুপের উপর এখতিয়ার আছে এমন বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রক সংস্থা, সরকার, বিচারবিভাগ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে বিভিন্ন সময়ে গ্রাহকের লেনদেন বা হিসাব সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলি প্রকাশ করতে পারবে।

ছ) ব্যাংক এবং এইচএসবিসি গ্রুপ সরকারি এবং জাতিসংঘের আইনকানুনে বাধ্য থাকতে পারে। এছাড়াও আইন ভঙ্গকারী কোন ক্ষেত্রে নিজ দায়িত্বে ব্যাংক গ্রাহকের কোন হিসাব খোলা, লেনদেন করা, চুক্তি বা অন্য সেবা দান থেকে বিরত থাকতে পারবে।

জ) ব্যাংকের সাথে গ্রাহক বা হিসাবের সংযোগের ক্ষেত্রে, সন্দেহ হলে, সরকার বা আইন শৃঙ্খলার প্রয়োজন ছাড়াও ব্যাংক গ্রাহকের হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাবলি নিয়ে তদন্ত করতে পারবে। গ্রাহকের অবস্থা, পারিপার্শ্বিকতা এবং সময়সীমা সংক্রান্ত প্রয়োজনে গ্রাহক ব্যাংককে সবধরণের তথ্যাবলি এবং দলিলাদি দিতে সম্মত থাকবে। গ্রাহক প্রত্যয়ন করবে যে, হিসাব খোলায় সময় বা অন্য সময়গুলিতে গ্রাহক ব্যাংককে যে সমস্ত তথ্য, নথি ও দলিলাদি দিচ্ছে তা সর্বাংশে সঠিক, নির্ভুল, সত্য এবং পরিপূর্ণ এবং এইসমস্ত তথ্য পরিবর্তন হলে গ্রাহক সেটা ব্যাংককে জানাতে বাধ্য থাকবে।

১৩. সাধারণ

ক) প্রতিটি হিসাবের জন্য একটি স্বতন্ত্র সংখ্যা/নাম্বার বরাদ্দ করা হবে। যা গ্রাহকদেরকে অবশ্যই কোনো ব্যাংকিং লেনদেন বা পরিষেবার পাবার জন্য উদ্ধৃতি সহকারে উল্লেখ করে অনুমোদিত স্বাক্ষরসহ ব্যাংক বরাবর লিখতে হবে।

খ) প্রাসঙ্গিক নীতিমালা ও ব্যাংকের আদর্শ পদ্ধতি অনুযায়ী গ্রাহকের লেনদেনসমূহ সফল হবে এবং সময়ে সময়ে স্বাভাবিক ব্যাংক চলাকালীন সময়ে এটি কার্যকর হতে পারে।

গ) কোন ক্ষতিপূরণের চুক্তি (শুধুমাত্র ফ্যান্স এর ক্ষেত্রে) ছাড়া ব্যাংক, গ্রাহকদের কোন লেনদেন ফোন, ফ্যান্স বা ই-মেইলের মাধ্যমে সম্পাদন করবে না।

ঘ) নন-রেসিডেন্ট হিসাব গ্রাহকগণ যদি বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য মনস্থির করে থাকেন তবে বাংলাদেশে ফেরার পর অনতিবিলম্বে তা ব্যাংককে জানানবেন। পাশাপাশি সকল এফসিওয়াই সম্পৃক্ত লেনদেন স্থানীয় বৈদেশিক মুদ্রা নীতিমালা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হবে।

ঙ) সমস্ত লেনদেনের হিসাব যা এক বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যাংক দ্বারা পরিচালিত করা হয়নি, সেসব হিসাব সক্রিয় অবস্থা থেকে সুপ্ত অবস্থায় স্থানান্তরিত করা হবে। নয় বছর ধরে সুপ্ত অবস্থায় থাকা সমস্ত লেনদেনের হিসাব দাবীহীন হিসাবে স্থানান্তরিত হবে। দাবীহীন হিসাব সক্রিয় করার জন্য গ্রাহক অবশ্যই তার নিজ নিজ শাখায় যোগাযোগ করবে। দাবীহীন হিসাব পুনরায় সক্রিয় করার ক্ষেত্রে স্থানীয় নিয়ন্ত্রক নীতি প্রযোজ্য হবে এবং তা ব্যাংকের আভ্যন্তরীণ শর্তপূর্ণ সাপেক্ষে হতে হবে। ব্যাংক বেওয়ারিশ আমানতের জন্য ব্যাংক কোম্পানির আইন ১৯৯১ এর অনুচ্ছেদ-৩৫ এর বিধান অনুযায়ী কাজ করবে। একটি হিসাব দাবীহীন অবস্থায় চলে গেলে সেটি স্থগিত করার জন্য ব্যাংক গ্রাহককে হিসাবের বিবৃতি পাঠাবে।

চ) চলতি/সঞ্চয়ী হিসাবের ক্ষেত্রে হিসাবের বিবৃতি জারি করা হয় যথাক্রমে মাসিক/ত্রৈমাসিক হিসেবে। যদি বিবৃতির জন্য অনুরোধ করা হয় যার ফ্রিকোয়েন্সি উপরের চেয়েও বেশি বা অনুল্লপ, তবে নকল বিবৃতির প্রয়োজনীয় চার্জ, বর্তমান শুদ্ধ হারে ধার্য করা হবে।

ছ) গ্রাহক সম্মত হয়, অবিলম্বে হিসাবের প্রতিটি বিবৃতি পরীক্ষা করার দায়িত্ব নেয় এবং সেটার সমস্ত এন্ট্রি ও লেনদেন পরীক্ষা করে এবং লিখিতভাবে ব্যাংককে অবহিত করে অথবা প্রতারণা এবং জালিয়াতিসহ লেনদেনের বিস্তারিত ব্যাপারে কোন অমিল, ভ্রান্তি, অযথার্থতা অথবা মতানৈক্য যেকোনো কারণে যাই উদ্ভূত হোক না কেন, হিসাবপ্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে হিসাব বিবৃতিতে তা উল্লেখ করবে। গ্রাহকের কাস্ট থেকে লিখিতভাবে এই ধরনের কোন নোটিশের অনুপস্থিতিতে, গ্রাহক হিসাবের এন্ট্রির সমস্ত বিবৃতি গ্রহণ করেছেন বলে গণ্য হবে এবং এতদসংক্রান্ত ব্যাংকের বিরুদ্ধে আপত্তি করার কোনো অধিকার গ্রাহকের থাকবে না।

জ) যদি আদালত থেকে কোন সংযুক্তি/আদেশ অথবা প্রাসঙ্গিক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ হতে যেকোনো আদেশ যা বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না অথবা নিষিদ্ধ অথবা স্থগিত অথবা হিসাবের কার্যক্রমের অবসানে ব্যাংক কোন নির্দিষ্ট লেনদেন গ্রহণ করবে না। যতোকক্ষণ পর্যন্ত না যথাযথ কর্তৃপক্ষ/আদালত কর্তৃক অপসারণের কোন নির্দেশ না আসে ততোকক্ষণ কোন কার্যক্রমের অনুমতি দেয়া হবে না।

ঝ) গ্রাহক অবগত আছেন যে, হিসাবের জমার উপর ব্যাংকের পূর্বস্বত্ব রয়েছে। উল্লেখিত জমার উপর গ্রাহকের যেকোনো অসম্পূর্ণ দায় অবলোপনের অধিকার ব্যাংকের রয়েছে এবং ব্যাংক কোন প্রকার নোটিশ ছাড়াই হিসাব (গুলো) একত্রিত অথবা একত্রীতকরণ করতে পারে এবং যেকোনো অংকের ক্রেডিট বা যেকোনো অংকে এইধরনের হিসাব বন্ধ বা হস্তান্তর করতে পারে। এই ধরনের দায় বাস্তব বা সাপেক্ষ, প্রাথমিক বা সমান্তরাল এবং উন্মুক্ত বা যৌথ যাই হোক না কেন; গ্রাহকের দায়ের সম্ভ্রান্তি বিধানে গ্রাহক ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ থাকে।

ঞ) গ্রাহক নিশ্চিত করে যে গ্রাহকই সকল জমার পরিমাণ এবং দলিলাদির যা কিনা সময়ে সময়ে গ্রাহকের হিসাবে ব্যাংকের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে ইত্যাদির আইনি মালিক। আইনি মালিক বা অন্য মালিকগণ সম্পর্কিত বিষয়ে গ্রাহক সর্বদা ব্যাংককে অবহিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

ট) যেকোনো নোটিশ, দাবি, অনুবেদন অথবা অন্যান্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যাংকের বিবেচনায় ব্যাংকের রেকর্ডে থাকা গ্রাহকের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় পোস্ট, কুরিয়ার, টেলিগ্রাম ব্যক্তিগতভাবে ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে পাঠানো হতে পারে। অতঃপর, তা প্রেরিত ও গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে। যেকোনো পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গ্রাহক ব্যাংকের সঙ্গে তার তথ্য হালনাগাদ করে নিতে বাধ্য থাকবে। ব্যাংক এই বিষয়ে কোন প্রকার দায় বা দায়িত্ব গ্রহণ করবে না।

ঠ) কেবলমাত্র শাখা অফিসে যেখানে গ্রাহক দ্বারা হিসাব পরিচালিত হয় সেখানে ব্যাংক তার দায়বদ্ধতা পূরণ করবে। প্রধান কার্যালয় অথবা বাংলাদেশের বাইরে ব্যাংকের যেকোনো শাখার বিরুদ্ধে গ্রাহক, গ্রাহকের হিসাবসংক্রান্ত অথবা ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে সময়ে সময়ে পরিষেবা প্রস্তাব বা প্রদান করা হয়েছে এরূপ দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত কোন পরিশোধ অথবা সম্পাদন সংক্রান্ত কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না।

ড) যদি গ্রাহক বা শেয়ার মালিক (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, আইনি বা লাভজনক) একটি দেশের অন্তর্ভুক্ত কোন কোম্পানির হয়, যারা কিনা শেয়ার জারির অনুমতি প্রদান করে সেক্ষেত্রে গ্রাহক নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, ব্যাংকের যথাযথ লিখিত অনুমতি ব্যতীত এরূপ শেয়ার হোল্ডার বা অন্য কেউ অথবা উপরন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কেউ বা এরূপ শেয়ার মালিকগণ, শেয়ার ইস্যু অথবা তার শেয়ারের কোনো রূপান্তর অথবা এরূপ শেয়ার মালিকের শেয়ার (এই ক্ষেত্রে হতে পারে) জারি করতে পারবে না।

ঢ) ব্যাংক গ্রাহকদেরকে পূর্ব নোটিশ প্রদান করা ছাড়াই শর্তাবলী, বর্তমান শুদ্ধ এবং সুদের হার সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহকের বর্তমান শর্তাবলীর পাশাপাশি সরকারি চার্জসহ শুদ্ধ এবং সুদের হার যেমন- ট্যাক্স, ভ্যাট, আবগারি শুদ্ধ, ডাকটিকিটের চার্জ ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত থাকবেন বলে আশা করা যায়।

ণ) যেকোনো প্রকার যান্ত্রিক ত্রুটি অথবা ব্যাংক কর্তৃক সংঘটিত যেকোনো আইন/কর্তন/ভুল -এর ফলে যদি গ্রাহক সংশ্লিষ্ট নয় এমন কোন পরিমাণ অর্থ গ্রাহকের হিসাব থেকে ক্রেডিট করা হয় তাহলে গ্রাহক কোন প্রকার নোটিশ ছাড়াই সেই পরিমাণ অর্থ তার হিসাব ডেবিট করার জন্য ব্যাংককে নির্দেশ দিতে পারবে। ব্যাংক গ্রাহক সংশ্লিষ্ট নয় এমন সকল ক্রেডিট পরিমাণের জন্য রিফাউন্ড, এন্ট্রি রিজার্ভ ইত্যাদি গ্রাহকের হিসাবে ডেবিট করণের অধিকার সংরক্ষণ করে।

ত) গ্রাহকের মৌখিক নির্দেশনা অথবা অন্য যেকোনো যোগাযোগের রেকর্ড ব্যাংক সংরক্ষণ করতে পারে (বাধ্য নয়)। এই সকল রেকর্ড ব্যাংকের নিজস্ব সম্পত্তি বলে বিবেচিত হবে। পরবর্তীতে গ্রাহকের সাথে সংঘটিত সকল প্রকার অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার প্রমাণ স্বরূপ ব্যাংক এইসকল রেকর্ড প্রমাণাদি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। সময়সীমা অথবা মেয়াদ শেষ হবার পর ব্যাংক এই সকল রেকর্ড নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে বাতিল বা নষ্ট করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

থ) গ্রাহক অবগত আছেন যে ব্যাংক হিসাবের সাথে সম্পর্কিত চেকের কোন কপি, ক্যাশিয়ার অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফট, রশিদ, নিশ্চয়তা, পরামর্শ, ভাউচার, দলিলপত্র, রেকডিংস অথবা অন্য কোন প্রকার বিষয় (একত্রে, “দলিলপত্র”) প্রদান করতে বাধ্য নয়:

• এই সাথে জড়িত লেনদেন সম্পন্ন হওয়ার পর;

• এই সম্পর্কিত দলিলপত্র দিয়ে যান্ত্রিকভাবে অথবা মাইক্রোফিল্ম আকারে ব্যাংক আর্কাইভ তৈরি করে ফেলার পর (বি. দ্র. স্ক্যান করে বা ডিজিটাল ইমেজ ফর্মে)

• ব্যাংক বা গ্রাহকের দ্বারা হিসাবটি বন্ধ করে ফেলার পর।

গ্রাহক সম্মতি দেন যে, ব্যাংকের নথি সংরক্ষণ নীতি অনুসারে ব্যাংক গ্রাহকের এই সংক্রান্ত দলিলাদির অনুপস্থিতি জনিত কোন সমস্যায় দায়বদ্ধ থাকবে না।

দ) গ্রাহক অবগত আছেন যে, ব্যাংক গ্রাহকের হিসাবের পটভূমি নির্ধারণকে আবশ্যিক মনে করে। তাই গ্রাহক এই ধরনের ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করতে রাজি আছে, যা ব্যাংকের স্থগিতকরণ, অবসান অথবা হিসাবের ব্যবহার সীমিতকরণ ছাড়াও তৃতীয়পক্ষের কাছ থেকে কোন তহবিল স্থানান্তরের ক্ষেত্রে এই ধরনের কাজ করতে এবং/অথবা এই সংক্রান্ত বিষয়ে সময়ে সময়ে ব্যাংকের প্রয়োজনীয় দলিলাদি প্রদানে সাহায্য করে। যদি হিসাবটি বন্ধ হয়ে যায় তবে ব্যাংক হিসাবের তহবিল যে মাধ্যম থেকে এসেছে সেখানে পুনরায় প্রেরণের অধিকার সংরক্ষণ করে।

ধ) ‘হিসাবের নিয়মাবলি’ এই শিরোনামে ব্যাংকের শাখাটি যে দেশে অবস্থিত তার আইন দ্বারা তত্ত্বাবধানের শর্তাবলী তৈরি করে। এই শর্তাবলি গ্রাহককে জানানো হবে এবং গ্রাহক এতদ্বারা দেশের বিচার ব্যবস্থা একচ্ছত্রভাবে মেনে নিবে। যার ফলে গ্রাহকের বিপক্ষে এই সংক্রান্ত যেকোনো মামলা, ব্যাংকের অধিকার ক্ষুণ্ণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

ন) ব্যাংক যদি কোন সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ বা কোন উপযুক্ত আদালতের আদেশ দ্বারা হিসাবের কোনো পেমেন্ট/ডেবিট নির্দেশনা পায় তাহলে গ্রাহককে কোন নোটিশ না দিয়েই গ্রাহকের হিসাব থেকে পেমেন্ট/ডেবিট করতে বাধ্য থাকবে।

প) চেক/দলিলপত্র করার জন্য বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (বিএসপিএস) ছাড়াও লাগে অথবা বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (বিইএফটিএন) দ্বারা ডেবিট/ক্রেডিট লেনদেন অথবা বাংলাদেশ রিয়েল টাইম গ্রুপ সেটেলমেন্ট (বিডি-আরটিজিএস) এর নির্দেশনা/সিস্টেমে অপারেটিংয়ের মাধ্যমে এই সিস্টেম/নেটওয়ার্ক (যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে) কাজ করে এবং এই সিস্টেম/নেটওয়ার্ক কে (যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে) আরো বেশি প্রযুক্তিগত দৃঢ়তা দেয়। এই সিস্টেম/নেটওয়ার্ক, ক্রিয়ারেপের সময় যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে চেক/দলিলপত্রের অথবা লেনদেনের ব্যর্থতা ও বিলম্বের জন্য এবং/অথবা অন্য কোন অংশগ্রহণকারী ব্যাংকের ত্রুটি/অবহেলার জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না।

১৪. সংগ্রহ এবং গ্রাহকসেবা তথ্যের ব্যবহার, আর্থিক অপরাধ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এবং কর সম্মতি

সংজ্ঞা

মূলধন সংক্রান্ত ধারাগুলো নিম্নোক্ত অর্থ বহন করবে-

“কর্তৃপক্ষ” হলো যেকোনো বিচারবিভাগীয়, প্রশাসনিক, সরকারি বা নিয়ন্ত্রক সংস্থা অথবা কোন সরকারি, কোন কর কর্তৃপক্ষ, সিকিউরিটিজ বা ফিউচার এক্সচেঞ্জ, আদালত, কেন্দ্রীয় ব্যাংক অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অথবা বিচার ব্যবস্থা সাথে জড়িত এইচএসবিসি গ্রুপের নিজেদের কোনো এজেন্ট।

“সম্মতিদানের নিয়মাবলী” মানে হলো সেই বাধ্যবাধকতা যা এইচএসবিসি ব্যাংকের মেনে চলতে হবে: (ক) আইন অথবা আন্তর্জাতিক নির্দেশনা এবং অভ্যন্তরীণ নীতি পদ্ধতি, (খ) কর্তৃপক্ষ বা রিপোর্ট প্রদানকারী, প্রকাশকারী অথবা আইনগুলির অধীনে অন্যান্য বাধ্যবাধকতা সংক্রান্ত কোনো চাহিদা, (গ) আমাদের গ্রাহকদের পরিচয় যাচাই করার জন্য যে ধরনের আইন প্রয়োজন।

“সম্পূর্ণ ব্যক্তি” মানে হলো একজন ব্যক্তি বা সত্তা (আপনি ব্যতীত অন্য) যার তথ্য (ব্যক্তিগত তথ্য বা কর তথ্য অন্তর্ভুক্ত) আপনি প্রদান করেছেন, অথবা যা আপনার পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়, এইচএসবিসি ব্যাংকের যেকোনো সদস্যকে অথবা যা অন্যথায় পরিষেবাদের বিধান সংক্রান্ত এইচএসবিসি গ্রুপের কোন সদস্যের দ্বারা গৃহীত হয়েছে। সম্পূর্ণ ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে কিন্তু শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ নয় যেকোনো জামিনদার, কোম্পানির একজন পরিচালক বা কর্মকর্তা, অংশীদারিত্বের অংশীদার বা সদস্য, একজন “উল্লেখযোগ্য মালিক”, “নিয়ন্ত্রণকারি ব্যক্তি”, বা উপকারভোগী মালিক, ট্রাস্টি, বসতি স্থাপকারী ব্যক্তি বা ট্রাস্টের অভিভাবক, একটি দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসাবের গ্রাহক, একটি মনোনীত পেমেন্টের পাতনাদার, আপনার প্রতিনিধি, এজেন্ট বা মনোনীত ব্যক্তি, অথবা যেকোনো ব্যক্তি বা সত্তা অথবা যার সাথে আপনার একটি সম্পর্ক আছে যা এইচএসবিসি গ্রুপের সাথে প্রাসঙ্গিক হয়।

“গ্রাহক তথ্যাবলি” মানে হলো আপনার ব্যক্তিগত তথ্য, গোপনীয় তথ্যাবলি, এবং/অথবা কর তথ্যাবলি [অথবা যে এর সম্পূর্ণ ব্যক্তি]

“আর্থিক অপরাধ” মানে হলো অর্থ পাচার, জঙ্গি অর্থায়ন, ঘুষ, দূর্নীতি, কর ফাঁকি, প্রতারণা, অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক অবরোধের ফাঁকি, এবং/অথবা আইন লঙ্ঘন করে এই সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে পাশ কাটিয়ে যেকোনো কাজ বা প্রচেষ্টা।

[“আমরা”, “আমাদের”, “আমাদের” বলতে এইচএসবিসি ব্যাংক পিএলসি কে বোঝায়।]

“এইচএসবিসি গ্রুপ” মানে হলো এইচএসবিসি হোল্ডিংস পিএলসি, তার অ্যাফিলিয়েটেড, অধীনস্থ কোম্পানি, সংশ্লিষ্ট সত্তা ও নিজেদের শাখা ও কার্যালয় (একসাথে অথবা পৃথকভাবে) এবং “এইচএসবিসি গ্রুপের সদস্য”, সব একই অর্থ প্রকাশ করে।

“আইনসমূহ” এর মাঝে দেশি বা বিদেশি আইন, ধারা, রায় বা আদালতের আদেশ, ভলান্টারি কোড, নিষেধাজ্ঞার শাসন, এইচএসবিসি গ্রুপের কোনো সদস্যের মাঝে চুক্তি এবং একটি কর্তৃপক্ষ, বা চুক্তি বা চুক্তির কর্তৃপক্ষ এবং এইচএসবিসি বা এইচএসবিসি গ্রুপের একজন সদস্যের মধ্যে চুক্তি প্রযোজ্য হবে।

“ব্যক্তিগত তথ্য” মানে হলে ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত কোন তথ্য [(এবং কর্পোরেট সত্তা, কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দেশের তথ্য গোপনীয়তা আইন)] যা থেকে তাদেরকে চিহ্নিত করা যায়।

“পরিষেবাসমূহ” অন্তর্ভুক্ত আছে (ক) হিসাব খোলা, তত্ত্বাবধান এবং অবসান, (খ) আপনাকে যে ক্রেডিট সুবিধা এবং অন্যান্য ব্যাংকিং ও সার্ভিস সুবিধা প্রদান, প্রসেসিং অ্যাপ্লিকেশন, ঋণ ও যোগ্যতা মূল্যায়ন, এবং (গ) আপনার সাথে আমাদের সামগ্রিক সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত বিপণন সেবা বা আপনার পণ্য, বাজার গবেষণা, বীমা, নিরীক্ষা এবং প্রশাসনিক বিষয়াদি।

“উল্লেখযোগ্য মালিকরা” হলো এমন কোনো সত্তা যিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ১০% বা তার বেশি মূল্য অথবা ১০% বা তার অধিক সুদের অধিকারী।

“কর কর্তৃপক্ষ” বলতে যুক্তরাজ্য অথবা বিদেশি কর, রাজস্ব বা আর্থিক কর্তৃপক্ষ (উদাহরণস্বরূপ, মহামান্য রানীর রাজস্ব ও শুল্ক)।

“কর প্রত্যয়ন ফর্ম” মানে হলো যেকোনো ফরম বা অন্যান্য নথিপত্র, যা আপনার কর অবস্থা নিশ্চিত করার জন্য সময় সময় একটি কর কর্তৃপক্ষ জন্য প্রয়োজনে ইস্যু হতে পারে [বা একজন সম্পূর্ণ ব্যক্তির কর অবস্থা]।

“কর তথ্য” মানে হলে আপনার কর অবস্থা সংক্রান্ত নথিপত্র বা তথ্যাবলি [এবং কোন মালিক, “সম্পূর্ণ ব্যক্তি”, “উল্লেখযোগ্য মালিক” অথবা উপকারভোগি মালিকদের কর অবস্থা]

উল্লিখিত একবচনে বহুবচন অন্তর্ভুক্ত আছে। (ভাইস ভার্গা)

১৪.১ গ্রাহক তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়া এবং অবহিতকরণ

গ্রাহকের (এবং সম্পূর্ণ ব্যক্তিদের) তথ্যাবলি কিভাবে ব্যবহার করা হবে সেটা এই ধারাগুলোতে (১-৪) বর্ণনা করা হয়েছে। এই সেবা গ্রহণ করা মানে এই যে আমরা বা এইচএসবিসি গ্রুপের অন্য কোন সদস্য গ্রাহক তথ্যাবলি এই ধারাগুলো অনুযায়ী ব্যবহার করবে আপনি তাতে রাজি আছেন।

নীচের কারণ গুলো ছাড়া গ্রাহক তথ্যগুলো কাউকে (এইচএসবিসি এর সদস্য সহ) অবহিত

করা হবে না:

- তথ্যগুলো আইন সংক্রান্ত কারণে প্রকাশ করতে বাধ্য হলে
- জনসাধারণের স্বার্থে ব্যবহৃত হলে
- আমাদের (অথবা তৃতীয় পক্ষের) আইনসম্মত প্রয়োজনে
- কাস্টমারের কাছে সম্মতি নিয়ে
- আর নিম্নলিখিত ধারাগুলোর প্রয়োজনে।

সংগ্রহ

১৪.১.১ আমরা এবং এইচএসবিসি গ্রুপের সদস্যরা গ্রাহকের তথ্য (সম্পর্কিত তথ্য, আদান প্রদানের তথ্য, ব্যবহৃত পণ্য বা সেবা, এইচএসবিসি গ্রুপের সাথে সম্পর্ক) সংগ্রহ করতে পারবে। সরাসরি গ্রাহকের কাছ থেকে, অথবা তার পক্ষে কারও কাছ থেকে বা প্রকাশ্যে পাওয়া তথ্য থেকে আমরা বা আমাদের এবং এইচএসবিসি গ্রুপের পক্ষে যে কেউ তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে এবং সেই তথ্যাবলি আমাদের কাছে বা অন্য সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যাবলির সাথে সমন্বিত করতে পারবে।

প্রক্রিয়া

১৪.১.২ নিচের কারণগুলোতে আমরা বা এইচএসবিসি গ্রুপের যে কেউ কাস্টমার তথ্যাবলি প্রসেস, বিতরণ বা প্রকাশ করতে পারবে:

ক) সেবা সংক্রান্ত কাজে এবং আপনার কোন লেনদেন অনুমোদন, পরিচালনা, তদারকি অথবা কার্যকর করতে।

খ) কম্প্লিয়েন্স অবলিগেশন এর কারণে

গ) ফিনান্সিয়াল ক্রাইম ম্যানেজমেন্ট এর কাজে বা কোন পদক্ষেপে

ঘ) আপনার কাছ থেকে কোন ঋণ বা বকেয়া সংগ্রহের কাজে

ঙ) ক্রেডিট অনুসন্ধান এবং ক্রেডিট রেফারেন্স আদান প্রদানের কাজে আমাদের বা এইচএসবিসি গ্রুপের স্বার্থ ও অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে

চ) আমাদের বা এইচএসবিসি গ্রুপের ইন্টারনাল কাজে (যেমন- ক্রেডিট ও রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, সিস্টেম ও প্রোডাক্ট ডেভলপমেন্ট এবং পরিকল্পনা, বীমা, অডিট ও প্রশাসনিক কাজে) ব্যবহারের জন্য।

ছ) কাস্টমারের সাথে সামগ্রিক সম্পর্ক বজায় রাখতে (যেমন- কাস্টমারের অনুমতি সাপেক্ষে তার কাছে আমাদের কোন পণ্য বা সেবা সংক্রান্ত প্রচার, বিক্রয় এবং রিসার্চের কাজে)

শেয়ারিং

১৪.১.৩ এই সেবাটি গ্রহণ করায় আপনি এই মর্মে সম্মতি দিয়েছেন যে, প্রয়োজনীয় এবং উপযুক্ত কারণে গ্রাহকের তথ্যাবলি নিম্নলিখিত বৈশ্বিক গ্রাহীতার কাছে প্রদান করতে পারবে:

ক. এইচএসবিসি গ্রুপের যেকোনো সদস্য

খ. এইচএসবিসি গ্রুপের যেকোনো সাব-কন্ট্রোলার, এজেন্ট, সার্ভিস প্রোভাইডার, সহযোগী সংস্থা (এবং তাদের কর্মকর্তা, কর্মচারী, ডিরেক্টর সহ)

গ. তাদের অনুরোধে সাড়া দেয়া, যেকোনো কর্তৃপক্ষ

ঘ. গ্রাহকেরপক্ষের কেউ, অর্থ প্রাপক, উপকারভোগী, নমিনি, মধ্যবর্তী কোন পক্ষ, সংবাদগ্রাহক এবং এজেন্ট ব্যাংক, ক্রেয়ারিং হাউজ, ক্রেয়ারিং ও সেটেলমেন্ট সিস্টেম, মার্কেটে পরিপূরক অংশ, আপস্ট্রিম আপহোল্ডিং এজেন্ট, বিনিময় বা ব্যবসার সংগ্রহশালা, স্টক এক্সচেঞ্জ, সেসব কোম্পানি যাদের সাথে সিকিউরিটিস এর ইস্যুরেস্টের সাথে সম্পর্ক রয়েছে (যেখানে গ্রাহকেরপক্ষে ব্যাংক সিকিউরিটি রেখেছে)

ঙ. লেনদেনের সাথে জড়িত যেকোনো পক্ষ যাদের সেবাটির প্রতি কোন ইন্টারেস্ট, ঝুঁকির সম্ভাবনা, বা অন্য কোন সম্পর্ক আছে।

চ. ক্রেডিট সংক্রান্ত তথ্য আদান প্রদান করার জন্য কোন ফিনান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন, ক্রেডিট রেফারেন্স এজেন্সি বা ক্রেডিট ব্যুরো।

ছ. তৃতীয় পক্ষ ফান্ড ম্যানেজার যে কাস্টমারকে এসেট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস দিয়ে থাকে।

জ. কোনো পরিচিত দালাল যাকে এইচএসবিসি পরিচয়দান করে।

ঝ. এইচএসবিসি এর ব্যবসার ট্রান্সফার, বন্ড, মার্জ বা একুইজিশন এর সাথে সম্পর্কিত যে কেউ।

ঞ. যেকোনো স্থানে, যেমন- যেখানে ডাটা নিরাপত্তার কোন আইনবিধি নেই সেখানেও ডাটা নিরাপত্তা আইনবিধি বিদ্যমান স্থানের মতোই সার্ভিস দেয়া হয়।

আপনার দায়বদ্ধতা

১৪.১.৪ গ্রাহকের কোন তথ্যাবলীতে পরিবর্তন আসলে, যেগুলো ব্যাংক বা এইচএসবিসি এর যেকোনো সংস্থার প্রয়োজনীয় তথ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বা এইচএসবিসি যদি কোন কারণে কোন তথ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, তাহলে শীঘ্রই বা সময় অনুযায়ী সে তথ্য দিতে হবে [এবং যেকোনো ঘটনার ৩০ (তিরিশ) দিনের মধ্যে]

১৪.১.৫ গ্রাহককে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, গ্রাহক বা তার পক্ষে আমাদের বা এইচএসবিসি এর কোন সদস্যকে প্রদান করা (বা ভবিষ্যতে প্রদান করা হবে) যেকোনো সম্পূর্ণ ব্যক্তির প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য (ব্যক্তিগত এবং কর তথ্যসহ) সেই ব্যক্তিদের কাছ থেকে সম্মতি আদায়পূর্বক দেয়া হবে, এবং এই সমস্ত শর্তাবলী তার/তাদের কাছে বলতে হবে

এবং সেটা আমাদের কাছে তথ্য দেয়ার আগেই। তাদের আরও বলতে হবে যে তাদের এই সব তথ্যাবলী সংগ্রহ এবং হালনাগাদ করার অধিকারও থাকবে।

১৪.১.৬ যেখানে:

• প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি কাস্টমারের কাছে চেয়েও পাওয়া যায় না।

• কাস্টমার ইনফরমেশন কোন প্রয়োজনে প্রসেস বা কাউন্সেল প্রদান করার সময় কাস্টমার তার অনুমতি প্রত্যাহার করলে (আমাদের কোন পণ্য বা সেবার বিজ্ঞাপন বা বিপণন এর ক্ষেত্রে ছাড়া) অথবা

• আমরা বা এইচএসবিসি এর অন্য কোন সদস্য সংস্থা কোন আর্থিক অপরাধ বা ঝুঁকি নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করলে

আমরা:

• আপনাকে কোন নতুন বা চলমান কোন সেবা সম্পূর্ণরূপে বা আংশিক ভাবে বন্ধ করে দিতে পারি। (এবং আপনার সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করি।)

• কম্প্রায়েস অবলিগেশন পূরণ করতে আমরা বা এইচএসবিসি এর সদস্য কোন সংস্থা যেকোনো রকমের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি।

• স্থানীয় আইনের আওতায় আপনার হিসাব স্থগিত, স্থানান্তর বা বন্ধ করে দিতে পারি।

এছাড়াও, কাস্টমার যদি নিজের বা কানেস্টেড কোন ব্যক্তির কর তথ্য এবং তার সাথে সম্পর্কিত তথ্যাবলি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে আমরা নিজেদের বিবেচনায় কর কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে রিপোর্ট করা, হিসাবে থাকা টাকা আটকে দেয়া বা কর বা অন্য কোন কর কর্তৃপক্ষের কাছে সেই টাকা প্রদান করার অধিকার সংরক্ষণ করবে।

১৪.২ ডাটা নিরাপত্তা

১৪.২.১ ডাটা নিরাপত্তা আইন অনুসারে, গ্রাহকের তথ্যাবলি, সেটা দেশে বা বিদেশে যেখানেই প্রসেস করা হোক না কেন, এইচএসবিসি গ্রুপের সকল সদস্য, তাদের কর্মকর্তা-কর্মচারী এমনকি তৃতীয় কোন পক্ষও চরম গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তার সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

১৪.২.২ সংশ্লিষ্ট ডাটা নিরাপত্তা আইন অনুসারে কিছু নির্দিষ্ট ধরনের তথ্যাবলির কপি নেয়া বা কোন ভুল হলে সেটা সঠিক করা- গ্রাহকের এখতিয়ারের মধ্যে থাকবে।

১৪.৩ আর্থিক ঝুঁকি নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

১৪.৩.১ আর্থিক অপরাধ চিহ্নিতকরণ, তদন্ত এবং রোধ করে কমপ্লিয়েন্স অবলিগেশন আনার জন্য এইচএসবিসি গ্রুপের মেম্বরগণ যেকোনো রকমের পদক্ষেপ নিতে পারবে (“আর্থিক ঝুঁকি নিরাপত্তা কার্যক্রম”)।

যেমন- ক) যেকোনো নির্দেশনা, যোগাযোগ, টাকা উত্তোলনের প্রক্রিয়া, কোন সেবার জন্য আবেদন অথবা গ্রাহকের বা তার পক্ষে যেকোনো টাকা জমা দেয়া বা পাওয়ার কোন ঘটনার প্রতি নজরদারি, তথ্য গ্রহণ এবং তদন্ত করা।

খ) জমা হওয়া টাকার উৎস বা টাকা প্রাপকের ঠিকানা

গ) এইচএসবিসি গ্রুপের হাতে থাকা যেকোনো রকম তথ্যের সাথে গ্রাহকের তথ্য মিলিয়ে তদন্ত করা

ঘ) অবস্থার প্রেক্ষিতে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার সম্পর্কে পরবর্তী তদন্ত সংঘটন করা ইত্যাদি।

১৪.৩.২ ব্যতিক্রম অবস্থার প্রেক্ষিতে আমাদের আর্থিক ঝুঁকি নিরাপত্তা কার্যক্রম কার্যক্রম এর কারণে কাস্টমারের অনুরোধ উপেক্ষা করা, টাকার পেমেন্ট বা অন্য যেকোনো ব্যাংকিং সার্ভিস আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে এ দেরি বা বন্ধ করা। আর্থিক ঝুঁকি নিরাপত্তা কার্যক্রম এর সাথে পূর্ণ বা আংশিক সম্পর্কজনিত কোন কারণে আইন অনুসারে গৃহীত কোন পদক্ষেপের উপর এইচএসবিসি বা এর কোন অঙ্গ সংস্থার কেউ দায়ী থাকবে না।

১৪.৪ কর তথ্য

আপনি স্বীকার করছেন যে, শুধুমাত্র আপনি নিজেই এইচএসবিসি ব্যাংক বা এর কোন সদস্যের সাথে হিসাব খোলা বা চালিয়ে যাওয়ার কাজে প্রযোজ্য যেকোনো কর্তৃপক্ষের কাছে আপনার কর তথ্য (যেমন- করজমা দেয়া, রিটার্ন এর জন্য বা অন্য কোন কাজে দরকারি দলিলাদি জমা দেয়া- ইত্যাদি) এর জন্য দায়ী থাকবেন। প্রতিটি সম্পূর্ণ ব্যক্তি তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সম্পূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে কাজ করবে (এবং তাদের ব্যক্তিগত সামর্থ্য অনুযায়ী)। এছাড়াও তাদের নিজ দায়িত্বে একই স্বীকৃতি দেবেন। কিছু কিছু দেশের গ্রাহক (বা সম্পূর্ণ) এর বাসস্থান, কর্মস্থান, নাগরিকত্ব বা সংযোগের দেশ ছাড়াও করের অন্য নিয়ম থাকতে পারে। ব্যাংক বা এইসএস-বিসি এর অন্য কোন সদস্যই কর নিয়ে কোনরূপ পরামর্শ দেয় না। কাস্টমারকে অন্য কোন ব্যক্তি বা সংস্থা থেকে আইনি বা কর পরামর্শ নিতে অনুরোধ করা হলো। এইচএসবিসি ব্যাংক বা এর কোন সদস্যের সাথে হিসাব খোলা বা চালিয়ে যাওয়ার কাজে প্রযোজ্য যেকোনো কর্তৃপক্ষের কাছে আপনার কর তথ্য এর ব্যাপারে আমরা বা এইচএসবিসি এর কোন সদস্য দায়ী থাকবে না।

১৪.৫ বিবিধ

১৪.৫.১ উপরোক্তে কোন বিধি নিয়মের সাথে আপনার ও আমাদের মধ্যকার অন্য কোন চুক্তি, ব্যবসায়িক সম্পর্ক বা অন্য কোন পণ্য বা সেবা নিয়ে সংঘটিত অন্য কোন বিধি নিয়মের মধ্যে অসঙ্গতিশীলতা বা অমিল দেখা দিলে, উপরোক্ত বিধি নিয়মগুলোই বহাল থাকবে। কাস্টমারের তথ্যের সাথে সম্পর্কিত যেকোনো রকমের বাতিল বা অনুমতিপত্র, যে গুলো আগের থেকেই এইচএসবিসি এর নিকট রয়েছে, স্থানীয় আইনের আওতায় থেকে সেগুলো পূর্ণ উদ্যমে বহাল থাকবে।

১৪.৫.২ এই সকল বিধিনিয়মের কোন একটি বিধান যদি কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিয়মের কারণে বেআইনী, অবৈধ বা অপ্রযোজ্য হয় তাহলে সেটি অন্য সংস্থার বা আইন কর্তৃপক্ষের কাছে বেআইনী হয়ে যাবে না।

১৪.৫.৩ যদি এইচএসবিসি ‘হিসাব বিধি (সাধারণ)’ বাংলার কর্পোরেট ব্যাংকিং গ্রাহকদের জন্য’ কোন বিধি বা ধারার সাথে ‘হিসাব বিধি (সাধারণ)’ ইংরেজি কর্পোরেট ব্যাংকিং গ্রাহকদের জন্য’ কোন বিধি বা ধারার দ্বন্দ্ব পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে ‘হিসাব বিধি (সাধারণ)’ ইংরেজি কর্পোরেট ব্যাংকিং গ্রাহকদের জন্য’ প্রাধান্য পাবে।

১৪.৬ পরিসমাপ্তি অতিক্রমণ

এই বিধি নিয়মগুলো আমাদের বা যেকোনো পরিসেবা প্রদানকৃত এইচএসবিসি গ্রুপের এর অন্য কোন সদস্য দ্বারা আপনার অথবা কোন হিসাবের পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত চলমান থাকবে।